NOV. 17 2001

দৈনিক সংবাদ

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যপুস্তকে আবারো ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা

সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল পাঠ্যবইয়েও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। পত্রান্তরে প্রকাশি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের চারটি বইয়ে ইতিহাসের অধ্যায়ে ি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত বিবরণে সংশোধন ও সংযোজন করা হচ্ছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বাংলা, পরিবেশ পরিচিতি, সমাজ, ইতিহাস ও পৌরনীতি বইয়ে পরিবর্ত 'মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক' হিসেবে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নাম লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এই জিয়াউর রহমানের ছবি দেয়া হচ্ছে। সংযোজিত হচ্ছে '৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দি ইতিহাস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নমের আগে সমস্ত বিশেষণও নাকি বা হচ্ছে। এছাড়াও ইতিহাস- ঐতিহ্য সম্পর্কে বিবরণ সংশোধিত ও সংযোজিত হচ্ছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে সবকিছু বদলে ফেলার এবং নিজেদের মতো করে গড়ে তোলার অভিযানে মত্ত হয়েছে। এই অসুস্থ প্রবণতার ধারাবাহিকতা পাঠ্যপুস্তকও যদি পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় তবে তা হবে জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নি মনগড়া ইতিহাস পাঠ্যবইয়ে সংযোজন করে বর্তমান সরকার কি কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদেরও 'দলী করতে চায়? প্রকৃত ইতিহাস বদলে দিয়ে দলীয় ভাবধারা অনুযায়ী ইতিহাস রচনা ও তা পা সন্নিবেশিত করা কোনমতেই মেনে নেয়া যায় না। তবে কি বর্তমান সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জে খুশি তাই করবে? ছাত্রছাত্রীদেরকেও 'বিএনপির ইতিহাস' শিখতে এবং তা মানতে বাধ্য করবে? ১৯৯৬-এর আগে দুই দশক ধরে স্কুলস্তরে পাঠ্যবইয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুি ইতিহাসের যে বিবরণ পড়ানো হতো তা খণ্ডিত ও বিতর্কিত বলে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষত ১৯ সালের বঙ্গভঙ্গ পর্ব ও চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ ও পাকিস্তানি ভা রচিত এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার অবমূল্যা পাঠ্যপুস্তকে- এই অভিযোগে বিতর্ক ২০ বছর বলবৎ ছিল।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রথমে পর্যালোচনা পরে সং সংযোজন- পরিমার্জন করেছিল অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদ ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। তখন এ বিষয়ে সংবাদপত্রেও খোলামেলা খবর প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষাবর্ষ থেকে এই নতুন পাঠক্রম সংবলিত বই চালু হয়। গত পাঁচ বছরে এই পাঠ্যবই নিয়ে এবং সচেতন মহলে কোন আপত্তি ওঠেনি। অথচ বর্তমান সরকার কোন কারণ ছাড়াই পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা অপ্রয়োজনীয়ই শুধু নয়, ক্ষতিকরও বটে। কোন শিক্ষক- ি কমিটি গঠন না করে, কারো কোন মতামত না নিয়ে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ও চরম গোপ মধ্য দিয়ে পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের কাজটি করা হচ্ছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। মনগড়া বিকৃত শিক্ষার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে ভুল ও বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেয়ার এটা একটা অপপ্রয়াস ছা নয়।

পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের মাধ্যমে ইতিহাস বিকৃতির এ অপচেষ্টা কোনমতেই সমর্থন করা য নিজেদের ইচ্ছা এবং মতলব মতো ইতিহাসের ঘটনাগুলো ঘটে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাওয় ব্যক্তি বা ঘটনাকে ইচ্ছেমতো ছোট বা বড় করাও যায় না। ইতিহাসে যার যা ভূমিকা সে অনুযা সম্মান তাকে দিতে হবে। এ সত্যকে অস্বীকার করে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। প্রকৃত ইতিহ দিয়ে 'বিএনপির ইতিহাস' বা শাসকদের মনগড়া ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করে ছাত্রছাত্রী পাঠ করতে বাধ্য করার অধিকার কারোর নেই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহল দূরদর্শিতা ও সততার